Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

আদি-মধ্যযুগের নগরায়ণের পতন সংক্রান্ত বিতর্কটি আলোচনা কর।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় গুপ্তোত্তর পর্ব বা আদিমধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র্য হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসনের বিলুপ্তি, দুর্বল রাজ ক্ষমতা, আঞ্চলিকতা উদ্ভব, প্রভৃতি প্রভাব পড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে। বাণিজ্য হ্রাস, আর্থিক দৃঢ়তার অভাব, মুদ্রার অভাব ও বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে নগর ব্যবস্থা অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এই সমাজ কাঠামোর অভাব পূরণ করে সামন্ত ব্যবস্থা। যদিও এই সরল ব্যাখ্যা অনেকেই মানতে নারাজ। আর এইখানে তৈরি হয় প্রশ্ন, আদি মধ্যযুগে নগরায়ণের বিলুপ্তি নিয়ে। এই বিলুপ্তি চরিত্র এখানে দেখার চেষ্টা করব।

গুপ্তোত্তর পর্বে নগরের অবক্ষয় যে হয়েছিল, তা অনেক প্রমান-পত্র উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা। উপাদান হিসেবে বরাহমিহির-এর বৃহৎসংহিতা, কালিদাস এর রঘুবংশ ও পর্যটক জয়াং ও আরবীয়দের বিবরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। তিনি নগরের পতনকে সময়ের নিরিখে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন – প্রথমত : তৃতীয় দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চতুর্থ শতকে সময়কালের মধ্যে আর দ্বিতীয়ত: ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী সময়ে। তিনি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পশ্চাতে নগর অর্থনীতির অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার জন্য বহিঃবাণিজ্যের আর্থিক সংকট শ্রমিকদের ভূমিদাসে পরিণত করে। সামগ্রিকভাবে মুদ্রা অর্থনীতির দূর্বলতার ফলে নগরের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাম্য অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে। এই গ্রামীন অর্থনীতিকে অনেকে 'আবদ্ধ অর্থনীতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 'আবদ্ধ অর্থনীতি' থেকেই নগরের অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই মতকে সমর্থন করে শরমালি কৃষ্ণ মোহান, বকাটক রাজাদের নগর অর্থনীতির অবক্ষয়ের ছবি তুলে ধরেন। মৌর্য যুগ ও তার পরবর্তী সময় থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও আর্থিক কাঠামোকে অনিবার্য করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে বাণিজ্য ব্যবস্থার, এর ফলে নগরের অবনতি আবশ্যিক হয়ে ওঠে বলে মনে করিয়ে দেন রামশরণ শর্মা। এছাড়া নগরের পতন পশ্চাতে কয়েকটা ঘটনাকে তুলে ধরেন, যথা –

১. খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের শেষের দিক থেকে ভারত রোম বাণিজ্যের হ্রাস পায়। রোমান মুদ্রা ও ব্যবহার্য তৈজস্বপত্রের স্বল্পতা বাণিজ্যের পতনকে ইঙ্গিত করে। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর বৈদেশিক বাণিজ্যের পতন শুরু হয়। এর প্রভাব পড়ে সমৃদ্ধ নগরগুলির ওপর।

২. খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের শেষ পর্ব ও চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংকট সামাজিক সংকটে পরিণত হয়। বর্ণ ব্যবস্থার কঠোরতা হারিয়ে যায়। ঐতিহাসিক শর্মা এই সময়কে কলি যুগ বলে চিহ্নিত করেছে। বৈশ্য ও শুদ্রদের বর্ণগত পেশা ত্যাগের ফলে বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। রাজস্ব অনাদায় থেকে যায়। ভূমিদান ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আন্যদিকে শিল্প, বাণিজ্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে নগর ব্যবস্থার অবক্ষয় স্পষ্ট হতে থাকে।

গুপ্তযুগে 'ভূমিদান' ব্যবস্থা বৃদ্ধির ফলে সামন্ত ব্যবস্থার লক্ষণ দেখা যায়। খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে নগরগুলির পতন শুরু হয়। লুধিয়ানা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি নগরের অবক্ষয়ের চিত্র দেখা যায়। জুয়াং তুলে ধরেন কোশাম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী এবং কপিলাবস্তু প্রভৃতি শহরের অবক্ষয়ের কথা। কারিগর বা শিল্পির পন্য সামগ্রীর বাজার হারিয়ে যায়। অঞ্চলিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

গুপ্তযুগ বা গুপ্তোত্তর পর্বে নগরের অবক্ষয়ের পর্বকে মানতে নারাজ ড.ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখরা। আলোচ্য সময়ে বেশ কিছু নগরের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে, আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন কে.এন.চৌধুরি। তিনি তাঁর 'Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750' গ্রন্থে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের ফলে বন্দরগুলির সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। ভি.কে.জেইন পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যের বিলাস বহুল দ্রব্যের বাণিজ্যের বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। ভারতে নগরায়ণও দেখা যায়, এই সময়ে কোন কোন নগরের পতন ঘটলেও কোন কোন নগরের উত্থানও ঘটে ছিল বলা যেতে পারে।